# সম্পূরক ফরম

## ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক হিসাব
## বিশেষ স্কীম / স্থায়ী আমানত-এর হিসাব খোলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

ছবি

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক
লি মি টে ড

তারিখ (দিন দিন মাস মাস বছর বছর বছর বছর)

হিসাব নম্বর

ইউনিক গ্রাহক আই.ডি. কোড

ব্যবস্থাপক,
শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড,
.....শাখা।

জনাব,
আমি/আমরা আপনার শাখায় নিম্নরূপ একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের, প্রতিষ্ঠানের এবং হিসাবের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি ঃ

০১. হিসাবের নাম (বাংলায়) ঃ

ইংরেজীতে ঃ
(In Block Letters)

০২. প্রাথমিক জমা ঃ
(নগদ/পেঅর্ডার/চেক)
পরিমাণ | মুদ্রা
কথায়
☐ ইনস্ট্রুমেন্ট নম্বর

০৩. বিশেষ স্কীম সংক্রান্ত তথ্য ঃ
(সংশ্লিষ্ট স্কীমের নিয়মনীতি/ শর্তাদি ও সরকারী সারচার্জ/ কর কর্তন বিধি-বিধান প্রযোজ্য)
স্কীমের নাম
স্কীমের মেয়াদ | এককালীন জমা/ কিস্তির পরিমাণ (মাসিক) | কিস্তির সংখ্যা (বার্ষিক) | ব্যাংক কর্তৃক মেয়াদান্তে প্রদেয় (প্রাক্কলিত) | ব্যাংক কর্তৃক মাসিক প্রদেয় (প্রাক্কলিত)
কিস্তির টাকা হিসাব থেকে কর্তন করা হলে সেই হিসাব নম্বর
মুনাফা এই হিসাবে জমা করুন

০৪. এমটিডিআর সংক্রান্ত তথ্যঃ পরিমাণ | মুদ্রা
মেয়াদকাল ___বছর___মাস___দিন | মুনাফার হারঃ (বার্ষিক) | মেয়াদ পূর্তির তারিখ (দিন দিন মাস মাস বছর বছর বছর বছর)
নবায়নের ক্ষেত্রে ☐ আসল এবং মুনাফা নবায়ন করুন ☐ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করুন ☐ প্রযোজ্য নয়
☐ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করুন এবং মুনাফা হিসাবে জমা করুন

০৫. হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত ঘোষণা ঃ (টিক দিন) ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ যেকোন একজন/জীবিতজন ☐ অন্যান্য

০৬. হিসাব খোলার উদ্দেশ্য ঃ

০৭. গ্রাহকের অন্য কোন ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব আছে কি (টিক দিন)? হ্যাঁ ☐ না ☐

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে --

| | ব্যাংকের নাম | শাখা | পরিচালনাকৃত হিসাবের প্রকৃতি (টিক চিহ্ন দিন) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক) | | | ☐ জমা হিসাব | ☐ বিনিয়োগ হিসাব | ☐ অন্যান্য |
| খ) | | | ☐ জমা হিসাব | ☐ বিনিয়োগ হিসাব | ☐ অন্যান্য |
| গ) | | | ☐ জমা হিসাব | ☐ বিনিয়োগ হিসাব | ☐ অন্যান্য |
| ঘ) | | | ☐ জমা হিসাব | ☐ বিনিয়োগ হিসাব | ☐ অন্যান্য |

০৮. এক বা একাধিক হিসাবধারী নাবালক হলে ঃ
আমি নিম্নবর্ণিত হিসাবধারীর বৈধ অভিভাবক হিসেবে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, হিসাবধারী নাবালক। তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংযুক্ত ফরমে প্রদান করা হলো। হিসাবধারী সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কিংবা আমার পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত বৈধ অভিভাবক হিসাবে হিসাবটি আমার স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। (অভিভাবক বলতে বাবা অথবা মা অথবা অন্য কোন আইনগত অভিভাবককে বুঝাবে।)

ক. হিসাবধারী (নাবালক)-এর নাম
খ. জন্ম তারিখ
গ. অভিভাবকের নাম
ঘ. নাবালকের সাথে সম্পর্ক

(নাবালক এবং অভিভাবক – উভয়ের জন্যই "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম পূরণ করতে হবে এবং উভয় ফরমেই অভিভাবক কর্তৃক স্বাক্ষর করতে হবে।)

০৯. অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে) ঃ

১০. অবিভাবকের স্বাক্ষর ঃ

আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

যৌথ আবেদনকারীগণের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

# নমিনী সংক্রান্ত তথ্যাবলী

(একের অধিক নমিনী হলে একাধিক নমিনী ফরম পূরণ করতে হবে)

নমিনীর আলোকচিত্র
(গ্রাহক কর্তৃক সত্যায়িত)

নমিনী সংক্রান্ত তথ্য ঃ

আমি/আমরা এ হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর নিম্নোক্তভাবে নিম্নোক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে প্রদানের জন্য মনোনীত করলাম। আমি/আমরা উল্লিখিত মনোনয়ন যে কোন সময় বাতিল বা পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করি। আমি/আমরা এই মর্মে আরো সম্মতি জ্ঞাপন করছি যে, আমার/আমাদের নির্দেশনা মোতাবেক লেনদেনে ব্যাংক কোনোভাবে দায়বদ্ধ হবে না।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| হিসাবের নাম | | জন্ম তারিখ | | পেশা | |
| হিসাব নম্বর | | পাসপোর্ট নম্বর | | মেয়াদ | |
| নমিনীর নাম | | ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর | | মেয়াদ | |
| পিতার নাম | | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | | | |
| মাতার নাম | | জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর | | | |
| স্বামী/স্ত্রীর নাম | | ই-টিন নম্বর | | | |
| স্থায়ী ঠিকানা | | হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক | | শতকরা হার | |
| | | নমিনীর পূর্ণ নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ | | | |
| বর্তমান ঠিকানা | | | | | |

নমিনী নাবালক হলে তার/তাদের নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী/হিসাবধারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ১০৩ (২) ধারা অনুযায়ী আমানতের টাকা গ্রহণকারীর তথ্যঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক) নাম | | ছ) ক্রমিক ২৩ অনুসারে বৈধ অভিভাবকের পরিচিতিপত্র সংক্রান্ত তথ্যঃ | |
| খ) পিতার/স্বামীর নাম | | | |
| গ) জন্ম তারিখ | | ঘ) নমিনীর সাথে সম্পর্ক | |
| ঙ) স্থায়ী ঠিকানা | | | |
| চ) বর্তমান ঠিকানা | | | |

নমিনীর স্বাক্ষর ও তারিখ (ঐচ্ছিক) | ১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও তারিখ | ২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও তারিখ | গ্রাহক স্বাক্ষর যাচাইকারী ব্যাংক কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর

- কোন অনিবাসীকে নমিনী করা হলে এবং ঐ অনিবাসী সংশ্লিষ্ট হিসাবের অর্থ প্রাপ্ত হলে প্রাপ্ত অর্থ বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।
- নমিনীর পরিচিতির ক্ষেত্রে পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের মধ্যে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের অতিরিক্ত নমিনীর আলোকচিত্রসহ যে কোন পরিচিতি পত্র প্রদান করতে হবে। আলোকচিত্রসহ পরিচিতি পত্র না থাকলে সে বিষয়ে ব্যাংকের সন্তুষ্টি স্বাপেক্ষে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি১ কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়ের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হবে। উক্ত পরিচিতি পত্র বা প্রত্যয়ন পত্র নমিনীর আলোকচিত্রসহ হতে হবে।

১ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও পৌর কাউন্সিলরগণ, বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, সরকারী/বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, নোটারী পাবলিক এবং আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার জাতীয় বেতন স্কেলের ৭ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে।

হিসাব পরিচালনাকারী সংক্রান্ত ঘোষণা ও স্বাক্ষর ঃ

আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমি/আমরা হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী/শর্তাবলী পড়েছি এবং উক্ত নিয়মাবলী/শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব। আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি আপনার চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করব।

আবেনকারী/আবেনকারীগণের স্বাক্ষর, নাম, পদবী ও তারিখ ঃ

| ০১. | ০২. | ০৩. |
|---|---|---|
| স্বাক্ষর | স্বাক্ষর | স্বাক্ষর |
| নাম ঃ | নাম ঃ | নাম ঃ |
| পদবী ঃ | পদবী ঃ | পদবী ঃ |
| তারিখ ঃ | তারিখ ঃ | তারিখ ঃ |

**ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য**

| | | |
|---|---|---|
| হিসাব খোলার কর্মকর্তার নাম ও সীলসহ স্বাক্ষর | অনুমোদিত কর্মকর্তার নাম ও সীলসহ স্বাক্ষর | অনুমোদিত কর্মকর্তার (শাখা ব্যবস্থাপক) নাম ও সীলসহ স্বাক্ষর |

# স্কীম-এর শর্তাবলী

## মুদারাবা হজ্জ আমানত হিসাব

১। একক ব্যক্তির নামে একটি হজ্জ একাউন্ট খোলা যাবে। প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন যে কোন বাংলাদেশী মুসলিম নাগরিক হজ্জ আমানত হিসাব খুলতে পারবেন।
২। ইসলামী শরীয়াহ্-এর মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে হজ্জ আমানত হিসাবে জমা গ্রহণ করা হবে।
৩। আমানতকারীর নির্দিষ্ট ঠিকানার কোন পরিবর্তন হলে তা অবিলম্বে ব্যাংককে জানাতে হবে।
৪। ১ (এক) বছর থেকে ১০ (দশ) বছরের মধ্যে হজ্জব্রত পালনে আগ্রহী ব্যক্তি কত বছরের মধ্যে হজ্জ পালন করতে চান, তার ভিত্তিতে বিভিন্ন মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে হজ্জের টাকার জমা গড়ে তুলবেন।
৫। যে বছরে হিসাব খোলা হবে, সে বছরের কিস্তির হার প্রযোজ্য হবে। হজ্জ আমানত হিসাবে জমাকৃত টাকার স্থিতির উপর মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে মুনাফা প্রদান করা হবে।
৬। কোন আমানতকারী যদি পূর্ব নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই হজ্জ সম্পাদনে আগ্রহী হন তাহলে তিনি তার জমাকৃত টাকার সাথে ঐ বছরে নির্ধারিত হজ্জের টাকার অবশিষ্ট অংশ জমা করে হজ্জ সম্পাদন করতে পারবেন।
৭। কোন আমানতকারী পরবর্তিতে হজ্জব্রত পালনে আগ্রহী না হলে এবং ১ বছর পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না। ১ বছর পর অথচ মেয়াদ পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে জমাকৃত টাকার উপর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের জন্য প্রযোজ্য হারে মুনাফা পাবেন।
৮। হজ্জ আমানত হিসাব থেকে কোন টাকা উত্তোলন করা যাবে না। তাই কোন চেক প্রদান করা হবে না।
৯। কিস্তি জমার ক্ষেত্রে ১২ কিস্তিতে বছর ধরা হবে।
১০। মুদারাবা হজ্জ আমানত হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংকে একটি মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে। উক্ত মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব হতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে। কিস্তির টাকা অগ্রিম প্রদান করতে চাইলে তা জমা নেওয়া হবে তবে মাসিকওয়ারী কিস্তির উপর মুনাফা দেওয়া হবে। উলেখ্য যে, চেকে কিস্তি জমা দিলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে আদায় হতে হবে যাতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা স্থানান্তরিত হয়। অন্যথায় খেলাপী কিস্তি গণ্য হবে। খেলাপী কিস্তির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫ টাকা হারে বিলম্ব ফি পরবর্তী কিস্তির সাথে প্রদান করতে হবে।
১১। কোন আমানতকারী যদি পরপর ৫টি কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে তার হজ্জ আমানত হিসাব বন্ধ হয়ে যাবে এবং জমাকৃত আমানতের উপর ৭ নং প্যারায় বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী মুনাফা প্রদান করা হবে।
১২। চূড়ান্ত মেয়াদ শেষে ব্যাংকের মুনাফাসহ জমাকৃত টাকা যদি উক্ত বছরের হজ্জের জন্য সর্বমোট খরচের কম হয় তবে বাকী টাকা এককালীন জমা করে হজ্জব্রত পালন করা যাবে। প্রকৃত খরচের চেয়ে বেশী হলে অতিরিক্ত টাকা জমাকারীকে ফেরত দেয়া হবে।
১৩। আমানতকারী স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে একই শাখার অন্য আমানত হিসাব (যদি থাকে) হতে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারবেন, তবে এ ক্ষেত্রে স্থায়ী নির্দেশের জন্য এককালীন ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং প্রতি কিস্তির জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে।
১৪। শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ হজ্জ আমানত হিসাব খুলতে পারবেন।
১৫। ক. মেয়াদ পূর্তির পূর্বে যদি কোন আমানতকারীর মৃত্যু হয় তাহলে তার মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যথাযথ প্রমাণ সাপেক্ষে জমাকৃত টাকা উঠাতে পারবেন, তবে তারা ৭ নং প্যারা মোতাবেক মুনাফা পাবেন। কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে আদালতের উত্তরাধিকার সনদপত্র মোতাবেক হিসাবের স্থিতি প্রদান করা হবে।
খ. আমানতকারীর জীবিতাবস্থায় মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু হলে উক্ত মৃত ব্যক্তির মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে আমানতকারী নতুন করে মনোনয়ন দিতে পারবেন।
১৬। হিসাবের কিস্তির পরিমাণ, মেয়াদ পরিবর্তন বা নবায়ন করা যাবে না।
১৭। উক্ত হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশ মোতাবেক কর/শুল্ক কর্তনযোগ্য হবে।
১৮। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় হজ্জ একাউন্ট সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বাতিল করতে পারবেন এবং আমানতকারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর | ২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর | ৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীল সহ স্বাক্ষর ও তারিখ

## মিলিয়নিয়ার আমানত হিসাব

১) ইসলামী শরীয়ায় মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক এই হিসাবে জমা গ্রহণ করবে। গৃহীত জমা ব্যাংক অন্যান্য জমা বা মূলধনের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।
২) এই হিসাবে ০৫ বছর/ ১০ বছর/ ১২ বছর/ ১৫ বছর / ২০ বছর মেয়াদে জমা গৃহীত হবে। আমানতকারীকে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে প্রযোজ্য হারে মাসিক কিস্তি প্রদান সাপেক্ষে মুনাফাসহ আনুমানিক ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, একবার হিসাব খোলা হলে হিসাবের মেয়াদ ও কিস্তির পরিমাণ পরিবর্তন যোগ্য নয়।
৩) সন্তান/পোষ্যের নামে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে মেয়াদান্তে হিসাবধারীকে নিয়মানুযায়ী টাকা প্রদান করা হবে, তবে এ ক্ষেত্রে হিসাব-পরিচালনাকারীর প্রত্যয়ন পত্র লাগবে। আর মেয়াদ পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে হিসাব-পরিচালনাকারীকে টাকা প্রদান করা হবে।
৪) কিস্তি প্রদানের পদ্ধতি ঃ
ক) মিলিয়নিয়ার আমানত হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংকে একটি মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে।
খ) উক্ত মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব হতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে।
গ) ২৫ তারিখ যদি ছুটির দিন হয় পরবর্তী কর্মদিবসে কিস্তি জমা করা যাবে।
ঘ) চেকে কিস্তি জমা দিলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে আদায় হতে হবে যাতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা স্থানান্তরিত হয়।
ঙ) খেলাপী কিস্তির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫ টাকা হারে বিলম্ব ফি পরবর্তী কিস্তির সাথে প্রদান করতে হবে।
৫) একই শাখায় নিজের/সন্তান/পোষ্যের নামে একাধিক হিসাব খোলা যাবে।
৬) ১ বৎসর পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না। ১ বৎসর পর কিন্তু মেয়াদ পূর্তির আগে হিসাব বন্ধ করলে আমানতের উপর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।
৭) ২ বছর পূর্তির পর এ হিসাবে মূল জমাকৃত অর্থ জামানত রেখে তার বিপরীতে ব্যাংক থেকে মূল জমার ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা নেয়া যাবে। এই বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করতে হবে। সন্তান/পোষ্যের নামে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুবিধা কার্যকর হবে না।
৮) মেয়াদপূর্তির পূর্বে পরপর ৫টি কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে হিসাব বন্ধ করে দেয়া হবে এবং উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী জমাকৃত টাকা পরিশোধ করা হবে।
৯) আমানতকারীর ঠিকানার/টেলিফোনের কোন পরিবর্তন হলে অবিলম্বে তা লিখিতভাবে ব্যাংক-কে জানাতে হবে। ব্যাংক সাধারণতঃ পোষ্ট অফিস/ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে জমাকারীর সাথে যোগাযোগ করবে। পোষ্ট অফিস/ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরিত কোন চিঠিপত্র যথাসময়ে বা আদৌ বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
১০) ক) সন্তান/পোষ্যের নামে হিসাব-এর ক্ষেত্রে হিসাব পরিচালনাকারীর মৃত্যু হলে যুক্তিযুক্ত প্রমান সাপেক্ষে অপর কোন অভিভাবক (যদি সন্তান/ পোষ্য নাবালক হয়) হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে পূর্বের মনোনয়ন বহাল থাকবে। আর নিজের নামে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর যুক্তিযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে নমিনীকে অর্থ প্রদান করা হবে। আর নমিনী না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ পত্রের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করা হবে।
খ) হিসাব পরিচালনা করতে না চাইলে নিয়মানুযায়ী উপরোক্ত ৩নং ও ৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী টাকা প্রদান করা হবে।
১১) উক্ত হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশানুসারে যে কোন কর বা শুল্ক কর্তন যোগ্য হবে।
১২) ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং হিসাবধারী ও হিসাব-পরিচালনাকারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।
১৩) হিসাবের কিস্তির পরিমাণ, মেয়াদ পরিবর্তন বা নবায়ন করা যাবে না।

১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর | ২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর | ৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীল সহ স্বাক্ষর ও তারিখ

## মাসিক উপার্জন হিসাব

১) ইসলামী শরীয়ায় মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা বা এর গুণিতক যে কোন পরিমান টাকা এই হিসাবে জমা গ্রহণ করবে এবং প্রাপ্তিস্বরূপ অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদ প্রদান করবে।
২) এই হিসাবে ১ বছর / ২ বছর / ৩ বছর মেয়াদে জমা গৃহীত হবে। মেয়াদান্তে মূল আমানত ফেরৎ দেয়া হবে।
৩) প্রতি ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার বিপরীতে মাসিক আনুপাতিক ১ বছর মেয়াদের জন্য টাকা, ২ বছর মেয়াদের জন্য টাকা এবং ৩ বছর মেয়াদের জন্য টাকা মুনাফা দেয়া হবে। এই হিসাব নবায়নযোগ্য নয়। এই হিসাবে মেয়াদ পূর্তির পর কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না। এ হিসাবে মূল জমাকৃত অর্থ জামানত রেখে তার বিপরীতে মূল জমার ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা নেয়া যাবে। এই বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করতে হবে।
৪) মাসের যে কোন তারিখে আমানত গ্রহণ করা হবে। মাসের যে তারিখে আমানত গ্রহণ করা হবে পরবর্তী মাসের একই তারিখে সংশ্লিষ্ট শাখায় আমানতকারীর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে/আল-ওয়াদী'আহ্ চলতি হিসাবে মাসিক মুনাফার টাকা জমা করা হবে।
৫) মেয়াদপূর্তির আগে এই ডিপোজিট রিসিপ্ট ভাঙ্গানো যাবে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে কেউ ভাঙ্গাতে বাধ্য হলে আমানতের উপর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদেয় হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। যদি ইতিমধ্যে প্রদানকৃত মুনাফার পরিমাণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হারে প্রদেয় মুনাফার পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রদত্ত মুনাফা আমানতকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে। তবে ১ বৎসর পূর্বে আমানত উত্তোলন করলে কোন প্রকার মুনাফা প্রদান করা হবে না।
৬) উক্ত খাতে গৃহীত জমা ব্যাংক অন্যান্য জমা বা মূলধনের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।
৭) জমাকারীর ঠিকানার/টেলিফোনের কোন পরিবর্তন হলে অবিলম্বে তা লিখিতভাবে ব্যাংক-কে জানাতে হবে। ব্যাংক সাধারণতঃ পোষ্ট অফিস/ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে জমাকারীর সাথে যোগাযোগ করবে। পোষ্ট অফিস/ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরিত কোন চিঠিপত্র যথাসময়ে বা আদৌ বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
৮) আমানতকারী অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। কোন কারণে তা হারিয়ে গেলে ব্যাংক-কে তৎক্ষনাৎ লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং ব্যাংক স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বা আদৌ লিখিতভাবে না জানালে প্রতারণার মাধ্যমে এই হারিয়ে যাওয়া রসিদ দিয়ে যদি কেউ টাকা তুলে নেয় তাহলে ব্যাংক দায়ী হবে না।
৯) জমাকারী যথাযথ ইনডেমনিটি বন্ড প্রদান করে ডুপ্লিকেট রসিদ ব্যাংকের নিকট হতে গ্রহণ করতে পারবেন।
১০) (ক) আমানতকারীর মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী তাঁর মনোনীত ব্যক্তি গচ্ছিত টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। একাধিক মনোনীতের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত অংশের হারে গচ্ছিত টাকা প্রদেয় হবে। তবে এ ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে তাঁর/তাঁদের মনোনয়নের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।
(খ) কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে গচ্ছিত টাকা আমানতকারীর উত্তরাধিকারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র মোতাবেক হিসাবের স্থিতি পরিশোধযোগ্য হবে।
১১) উক্ত হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশানুসারে যে কোন কর বা শুল্ক কর্তন করা যাবে।
১২) ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং হিসাব ধারক তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।
১৩) এ হিসাব নবায়ন যোগ্য নয়।

১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর | ২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর | ৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীল সহ স্বাক্ষর ও তারিখ

# স্কীম-এর শর্তাবলী

## মাসিক আমানত হিসাব

১) ইসলামী শরীয়ায় মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক ৫০০ টাকা, ১,০০০ টাকা, ২,০০০ টাকা, ৫,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা, ২৫,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকা মাসিক কিস্তি হিসাবে জমা গ্রহণ করবে।

২) এই হিসাবের মেয়াদ ৩ (বছর) বছর, ৫ (পাঁচ) বছর, ৮ (আট) বছর এবং ১০ (দশ) বছর।

৩) কিস্তি প্রদানের পদ্ধতি ঃ

ক) মাসিক আমানত হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংকে একটি মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে।

খ) উক্ত মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব হতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে।

গ) ২৫ তারিখ যদি ছুটির দিন হয় পরবর্তী কর্মদিবসে কিস্তি জমা করা যাবে।

ঘ) চেকে কিস্তি জমা দিলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে আদায় হতে হবে যাতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা স্থানান্তরিত হয়।

ঙ) খেলাপী কিস্তির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫ টাকা হারে বিলম্ব ফি পরবর্তী কিস্তির সাথে প্রদান করতে হবে।

৪) একই শাখায়/ বিভিন্ন শাখায় একই নামে একাধিক হিসাব খোলা যেতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নামে তাদের অভিভাবক হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারবেন।

৫) ময়াদ পূর্তির পূর্বে বিশেষ প্রয়োজন হলে আমানতকারী হিসাব বন্ধ করতে পারবেন। তবে ১ বৎসর পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না। ১ বৎসর পর, কিন্তু ৩ বৎসর পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

৬) কেউ যদি দুটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যবর্তী কোন সময় হিসাব বন্ধ করে টাকা তুলতে চান তাহলে তাকে পূর্ববর্তী মেয়াদের জন্য প্রাক্কলিত সম্পূর্ণ অর্থ এবং পরবর্তী খন্ডকালীন সময়ের জন্য মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

৭) ২ বছর নিয়মিত কিস্তি প্রদানের পর এ হিসাবে মূল জমাকৃত অর্থ জামানত রেখে তার বিপরীতে মূল জমার ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা নেয়া যাবে। এই বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করতে হবে।

৮) কোন আমানতকারী যদি পরপর ৫টি কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব বন্ধ হয়ে যাবে। তার জমাকৃত আমানতের জন্য উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী মুনাফা দেয়া হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব বন্ধের তিন মাস পর হিসাবের স্থিতি উত্তোলনের জন্য গ্রাহককে নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য হবে। এ সংক্রান্ত ডাক খরচ হিসাবের স্থিতি হতে আদায়যোগ্য হবে।

৯) উক্ত খাতে গৃহীত জমা ব্যাংক অন্য জমা বা মূলধনের সংঙ্গে একত্রিত করে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।

১০) জমাকারীর ঠিকানার/টেলিফোনের কোন পরিবর্তন হলে অবিলম্বে তা লিখিতভাবে ব্যাংক-কে জানাতে হবে। ব্যাংক সাধারণতঃ পোষ্ট অফিস/ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে জমাকারীর সাথে যোগাযোগ করবে। পোষ্ট অফিস/ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরিত কোন চিঠিপত্র যথাসময়ে বা আদৌ বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

১১) (ক) আমানতকারীর মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী তাঁর মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ গচ্ছিত টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। একাধিক মনোনীতদের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত অংশের হারে গচ্ছিত টাকা প্রদেয় হবে। তবে এ ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে তাঁর /তাদের মনোনয়নের স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণ/ডক্যুমেন্ট উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে আমানতকারীর উত্তরাধিকারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী সনদপত্র মোতাবেক হিসাবের স্থিতি পরিশোধযোগ্য হবে।

(গ) আমানতকারীর জীবদ্দশায় মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু হলে উক্ত মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে; সে ক্ষেত্রে আমানতকারীর নতুন করে মনোনয়ন দিতে পারবেন।

১২) কিস্তির পরিমাণ ও মেয়াদ পরিবর্তন বা নবায়ন করা যাবে না এবং এ হিসাবে কোন চেক বই ইস্যু করা হবে না।

১৩) এই হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশানুসারে যে কোন কর বা শুল্ক কর্তন করা যাবে।

১৪) ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং জমাকারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

১৫) হিসাবের কিস্তির পরিমাণ, মেয়াদ পরিবর্তন বা নবায়ন করা যাবে না।

---

**১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর** | **২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর** | **৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর** | **সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীল সহ স্বাক্ষর ও তারিখ**

## বহুগুণ বৃদ্ধি মুদারাবা আমানত হিসাব

১) ইসলামী শরীয়ায় মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা তদূর্ধ যে কোন পরিমাণ টাকা এই হিসাবে জমা গ্রহণ করবে এবং প্রান্তিস্বরুপ অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদ প্রদান করবে।

২) এই হিসাবে বছর মাস বা বছর মাস মেয়াদে জমা গৃহীত হবে। লাভ লোকসান বন্টনের নিমিত্তে উক্ত জমা মেয়াদ অনুপাতে বর্ধিত হারে ওয়েটেজ বহন করবে। ফলে জমাকৃত আমানত বছর মাস সময়ে প্রায় দ্বিগুন অথবা তার চেয়েও বেশী এবং বছর মাস) সময়ে তিনগুন অথবা তার চেয়েও বেশী হতে পারে। মুদারাবা তহবিল এবং বিনিয়োগ আয় বন্টনের হার ব্যাংক এককভাবে নির্ধারন করবে।

৩) মেয়াদপূর্তির আগে এই ডিপোজিট রিসিপ্ট ভাঙ্গানো যাবে না। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কেউ ভাঙ্গাতে বাধ্য হলে তাকে নিম্নোক্তভাবে মুনাফা প্রদান করা হবে (তবে প্রথম এক বছরের মধ্যে ভাঙ্গালে কোন মুনাফা দেয়া হবে না) ঃ

**"দ্বিগুণ বৃদ্ধি মুদারাবা আমানত হিসাব" এর ক্ষেত্রে ঃ**

- হিসাব খোলার এক বছর পর কিন্তু মেয়াদ পূর্তির পূর্বে টাকা উত্তোলন করলে মুদারাবা সঞ্চয় হিসাবে প্রদেয় হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

**"তিনগুণ বৃদ্ধি মুদারাবা আমানত হিসাব" এর ক্ষেত্রে ঃ**

- হিসাব খোলার এক বছর পর কিন্তু বছর মাস পূর্বে টাকা উত্তোলন করলে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।
- হিসাব খোলার বছর মাস পর কিন্তু মেয়াদ পূর্তির পূর্বে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে ছয় বছর নয় মাসের জন্য দ্বিগুন এবং তদপরবর্তী সময়ের জন্য মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

৪) ডিপোজিট রিসিপ্ট জামানত রেখে তার বিপরীতে ব্যাংক থেকে ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা নেয়া যাবে। এই বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রদান করতে হবে।

৫) বাৎসরিক চূড়ান্ত লাভের পর কিন্তু মুনাফা ঘোষিত হবার পূর্বে কোন আমানত হিসাব বন্ধ হয়ে গেলে উক্ত জমাকারী পূর্ববর্তী বৎসরান্তে ঘোষিত মুনাফার হার অথবা ব্যাংকের আনুপাতিক হারে লাভ নিতে বাধ্য থাকবেন। পরবর্তীকালে এ ধরনের জমার উপর লাভের হার বেশি বা কম ঘোষিত হলে জমাকারী বা ব্যাংক কারও কোন দাবী বা অভিযোগ থাকবে না ।

৬) উক্ত খাতে গৃহীত জমা ব্যাংক অন্যান্য জমা বা মূলধনের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।

৭) জমাকারীর ঠিকানার/টেলিফোনের কোন পরিবর্তন হলে অবিলম্বে তা লিখিতভাবে ব্যাংক-কে জানাতে হবে। ব্যাংক সাধারণতঃ পোষ্ট অফিস/ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে জমাকারীর সাথে যোগাযোগ করবে। পোষ্ট অফিস/ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরিত কোন চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ করা হলে এবং যথাসময়ে বা আদৌ তা বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

৮) অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদ টি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। কোন কারণে তা হারিয়ে গেলে ব্যাংক-কে তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে জানাতে হবে। এবং ব্যাংক স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বা আদৌ লিখিতভাবে না জানালে প্রতারণার মাধ্যমে এই হারিয়ে যাওয়া রসিদ দিয়ে যদি কেউ টাকা তুলে নেয় তাহলে ব্যাংক দায়ী হবে না।

৯) জমাকারী যথাযথ ইনডেমনিটি বন্ড প্রদান করে ডুপ্লিকেট রসিদ ব্যাংকের নিকট হতে গ্রহণ করতে পারবেন।

১০) (ক) আমানতকারীর মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং হিসাবধারী ও হিসাব-পরিচালনাকারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

(খ) কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে আমানতকারীর উত্তরাধিকারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র মোতাবেক হিসাবের স্থিতি পরিশোধযোগ্য হবে।

১১) উক্ত হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশানুসারে যে কোন কর বা শুল্ক কর্তন করা যাবে।

১২) ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং হিসাবধারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

১৩) এ হিসাব নবায়ন যোগ্য নয়।

---

**১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর** | **২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর** | **৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর** | **সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীল সহ স্বাক্ষর ও তারিখ**

## মুদারাবা মেয়াদী জমা

১) ইসলামী শরীয়ায় মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা তদূর্ধ যে কোন পরিমাণ টাকা এই হিসাবে জমা গ্রহণ করবে এবং প্রান্তিস্বরুপ অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদ প্রদান করবে।

২) এই হিসাবে ১ মাস, ২ মাস, ৩ মাস, ৬ মাস, ১২ মাস বা তদূর্ধ মেয়াদে জমা গৃহীত হবে। লাভ লোকসান বন্টনের নিমিত্তে উক্ত জমা মেয়াদ অনুপাতে বর্ধিত হারে ওয়েটেজ বহন করবে। মুদারাবা তহবিল এবং বিনিয়োগ আয় বন্টনের হার ব্যাংক এককভাবে নির্ধারণ করবে।

৩) একমাস পূর্ণ হবার পূর্বে জমা টাকা তুলে নিলে উক্ত জমার উপর কোন লাভ দেয়া হবে না। তবে একমাস পূর্ণ হবার পরে কিন্তু মেয়াদপূর্তির আগে কোন জমা তুলে নিলে উক্ত জমার উপর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদেয় হারে লাভ দেয়া হবে।

৪) মেয়াদ পূর্তিতে মুদারাবা মেয়াদী আমানতের লাভ মেয়াদী হিসাবে জমা করা হবে। জমাকারী লাভ উঠিয়ে না নিলে তা মূল জমা হিসাবে গণ্য হবে এবং পরবর্তি লাভের জন্য বিবেচিত হবে। ১ বছর মেয়াদী জমার ক্ষেত্রে জমাকারী প্রয়োজনবোধে ছয় মাস পর লাভের টাকা উঠিয়ে নিতে চাইলে তা পূর্ববর্তী বছরান্তে ঘোষিত লাভের হার অনুযায়ী অথবা ব্যাংকের আনুমানিক হারে মুনাফা প্রদান করা হবে; মেয়াদান্তে প্রযোজ্য হারের সাথে সমন্বয় করা হবে।

৫) মেয়াদ পূর্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে মুদারাবা মেয়াদী আমানত নবায়ন না করলে অথবা না ভাঙ্গালে মেয়াদ পূর্তির তারিখ থেকে অনুরূপ মেয়াদের জন্য হিসাবটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নযোগ্য হবে।

৬) বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মুনাফা ঘোষিত হবার পূর্বে কোন আমানত হিসাব বন্ধ হলে উক্ত জমাকারী পূর্ববর্তী বৎসরান্তে ঘোষিত মুনাফার হার অথবা ব্যাংকের আনুপাতিক হারে লাভ নিতে বাধ্য থাকবেন। পরবর্তীকালে এ ধরণের জমার উপর লাভের হার বেশি বা কম ঘোষিত হলে জমাকারী বা ব্যাংক কারও কোন দাবী বা অভিযোগ থাকবে না ।

৭) ডিপোজিট রসিদ জামানত রেখে তার বিপরীতে ব্যাংক থেকে ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা নেয়া যাবে। এই বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রদান করতে হবে।

৮) উক্ত হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যাংক অন্যান্য জমা বা মূলধনের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।

৯) জমাকারীর ঠিকানার/টেলিফোনের কোন পরিবর্তন হলে অবিলম্বে তা লিখিতভাবে ব্যাংক-কে জানাতে হবে। ব্যাংক সাধারণতঃ পোষ্ট অফিস/ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে জমাকারীর সাথে যোগাযোগ করবে। পোষ্ট অফিস/ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরিত কোন চিঠিপত্র যথাসময়ে বা আদৌ বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

১০) মুদারাবা মেয়াদী আমানতের রসিদ জমাকারী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। কোন কারণে তা হারিয়ে গেলে ব্যাংক-কে তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে জানাতে হবে। ব্যাংক স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বা আদৌ লিখিতভাবে না জানালে প্রতারণার মাধ্যমে এই হারিয়ে যাওয়া রসিদ দিয়ে যদি কেউ টাকা তুলে নেয় তাহলে ব্যাংক দায়ী হবে না।

১১) জমাকারী যথাযথ ইনডেমনিটি বন্ড প্রদান করে ডুপ্লিকেট রসিদ ব্যাংকের নিকট হতে গ্রহণ করতে পারবেন।

১২) (ক) আমাননতকারীর মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী তাঁর মনোনীত ব্যক্তি গচ্ছিত টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। একাধিক মনোনীতের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত অংশের হারে গচ্ছিত টাকা প্রদেয় হবে। তবে এ ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে তাঁর/তাঁদের মনোনয়নের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে গচ্ছিত টাকা আমানতকারীর উত্তরাধিকারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র মোতাবেক হিসাবের স্থিতি পরিশোধযোগ্য হবে।

১৩) উক্ত হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশানুসারে যে কোন কর বা শুল্ক কর্তন করা যাবে।

১৪) ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং হিসাবধারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

---

**১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর** | **২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর** | **৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর** | **সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীল সহ স্বাক্ষর ও তারিখ**